১৮

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 08 JUL 1994
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

বিত্তশালীরা নিয়মিত কর দিলে শিক্ষা সম্প্রসারণে কাহারও মুখাপেক্ষী হইতে হইবে না

—অর্থমন্ত্রী

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ গতকাল (বৃহস্পতিবার) জাতীয় প্রেসক্লাবে বাংলাদেশ সাক্ষরতা সমিতি আয়োজিত 'বাংলাদেশে প্রাথমিক ও গণশিক্ষায় সমস্যা

(২য় পৃঃ ৮-এর কঃ দ্রঃ)

অর্থমন্ত্রী

(শেষ পৃঃ পর)

ও সম্ভাবনা' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথি অর্থমন্ত্রী এম, সাইফুর রহমান বলিয়াছেন, শিক্ষা ছাড়া উন্নয়নের কোন বিকল্প নাই। দেশের বিত্তশালী লোকেরা নিয়মিত কর প্রদান করিলে শিক্ষা সম্প্রসারণে কাহারও মুখপেক্ষী হইতে হইবে না। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর এম শামসুল হক, ডঃ মহব্বত খান, প্রফেসর আবু হামিদ লতিফ, ডঃ জহিরুল ইসলাম ভুঁইয়া, প্রফেসর সিদ্দিকুর রহমান, প্রফেসর আব্দুর রশিদ চৌধুরী এ, এ বজলে রাব্বি প্রমুখ সেমিনারে বক্তৃতা করেন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সাক্ষরতা সমিতির মহাসচিব, সাপ্তাহিক শিক্ষাপত্রের সম্পাদক মোঃ ওসমান গণি। সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের সচিব সৈয়দ আলমগীর ফারুক চৌধুরী। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের সচিবকাজী রকিবউদ্দিন আহমদ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

অর্থমন্ত্রী বলেন, অতীতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেনিটেশন, বিদ্যায়তন ইত্যাদি খাতে পর্যাপ্ত বিনিয়োগের উদ্যোগ নেওয়া হয় নাই। নারী শিক্ষার বিস্তার ছাড়া দেশের অগ্রগতি চিন্তা করা যায় না। অথচ অতীতে কখনই নারী শিক্ষা তেমন গুরুত্ব পায় নাই। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার নারী শিক্ষার প্রতি অত্যন্ত আগ্রহী হইয়া উঠিয়াছেন। ১৯৯৭ সাল হইতে ৩২ লক্ষ ছাত্রীকে বৃত্তি প্রদান করা হইবে। অর্থমন্ত্রী বলেন, দেশের সব চাইতে দুর্বল প্রশাসন বিরাজ করিতেছে শিক্ষা ক্ষেত্রে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সচেষ্ট হইলে এই অবস্থার পরিবর্তন করা সম্ভব। তিনি বলেন, '৪৭ হইতে ফ্যাক্টরী নির্মাণের জন্য বাহির হইতে টাকা আনা হইয়াছে, অথচ সাধারণ মানুষ ও শ্রমিকদের শিক্ষা বিস্তারের কথা চিন্তা করা হয় নাই। গণশিক্ষা কর্মসূচী সফল করিয়া তুলিতে হইলে সাধারণ মানুষের জন্য শিক্ষার সুযোগ করিয়া দিতে হইবে। প্রফেসর শামসুল হক বলেন, শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রগতির জন্য বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করিতে হইবে।